দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUN. 8 .. 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩....

শিক্ষকদের রাজনীতি চর্চা ও প্রাসঙ্গিক কথা

আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা এবং সর্বোপরি শিক্ষকতাকে একটি মহান পেশা জানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী অনেক তরুণ-তরুণীই স্বচ্ছ মানসিকতা লইয়া শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করেন। কিন্তু এদেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন যাবৎ বিরাজমান নানা অনাচারে উৎপীড়িত হইয়া তাহারা সহসাই শিক্ষকতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। দলীয় রাজনীতির কোন্দল এক সময় বিশ্ববিদ্যালয় পড়ু য়া এক শ্রেণীর শিক্ষার্থীর মধ্যে বিরাজমান থাকিলেও আজ তাহা স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং এতদসংশ্লিষ্ট অন্য সকলের মধ্যেও সংক্রমিত হইয়াছে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে তাকাইলে অতি সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ছাত্রছাত্রী ভর্তি হইতে শুরু করিয়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়োগ ও অব্যাহতি দান, প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান, প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষের নিয়োগ, পুনর্নিয়োগ, স্থায়িত্বকাল নিরূপণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রায়শই মহল বিশেষের ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। ফলে সংকীর্ণ গোষ্ঠী বা ব্যক্তি স্বার্থের কাছে উপেক্ষিত হয় অসংখ্য নিবেদিত প্রাণ মানুষের স্বার্থ। ফলে শিক্ষকদের মধ্যেও শুরু হয় দলাদলি। গভর্নিং বডির সভাপতিগণ অনেক ক্ষেত্রেই প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। এই বিষয়টিকেও আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেন খল চরিত্রে অবতীর্ণ কোন কোন সাধারণ শিক্ষক। তাহারা উক্ত ব্যক্তিগণের নাম ভাঙ্গাইয়া আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠানের সম্পদ লুটিয়া-পুটিয়া খাইবার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হন, অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তি তথা সার্বিকভাবে তাহার সমর্থিত দলটির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করিয়া থাকেন। কেহ প্রতিবাদী হইলেই তাহার সাবলীল উত্তরণের পথে দেওয়াল তুলিয়া কিংবা গভর্নিং বডির সদস্যগণের কান ভারি করিয়া তাহার ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয়। ফলে 'দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য' বাক্যখানি মনে প্রাণে অনুসরণীয় জানা সত্ত্বেও নিরপেক্ষগণও উপায়ান্তর না দেখিয়া কোন না কোন দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। প্রায় প্রত্যেকেই নিজেকে বিশুদ্ধ মানব বলিয়া মনে করেন এবং অন্যদেরকে সন্দেহের চোখে দেখিয়া থাকেন। দুই শিক্ষকের অতি সাধারণ বাক্যালাপকেও সন্দেহভাজন তৃতীয় শিক্ষক ষড়যন্ত্র গণ্য করিয়া দুরারোগ্য মনোপীড়ায় আক্রান্ত হন। ফলে শ্রেণী কক্ষে পাঠদানের বিষয়টি গৌণ হইয়া বরঞ্চ স্বীয় অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিবার স্নায়ুযুদ্ধই তাহাদের নিকট মুখ্য হইয়া উঠে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলাদলির এই অনভিপ্রেত অপচ্ছায়া দূরীভূত না হইলে তাহা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একদিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যেহেতু পাঠদানই শিক্ষকের প্রধান কার্য সেহেতু কোন্ শিক্ষকের পাঠদান তথা শিক্ষামূলক কর্মকান্ড হইতে শিক্ষার্থিগণ কতখানি শিখিতে পারিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে তাহাই যেন হয় একজন শিক্ষকের সম্মান ও মর্যাদা প্রাপ্তির একমাত্র মাপকাঠি। সেই সাথে বেকারত্বের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ক্লান্ত মৃতপ্রায় তরুণটি শিক্ষক হিসাবে কেমন হইবেন তাহাই হোক শিক্ষক নিয়োগের প্রকৃত মানদন্ড। একজন উৎপীড়িত তরুণ শিক্ষক হিসাবে গণতান্ত্রিক সরকারের মহামান্য শিক্ষামন্ত্রী ও এতদসংশ্লিষ্ট সকল সম্মানিত কর্তৃপক্ষের নিকট এই আর্তি পেশ করিতেছি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক